মেহেরপুরে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে বিদায় ও বরণ অনুষ্ঠান

মেহেরপুরে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে বিদায় ও বরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার দুপুরে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর মিলনায়তনে উপসহকারী প্রকৌশলী মেহেদী জামান খানের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর থেকে বিদায় গ্রহণ করেন নির্বাহী প্রকৌশলী জাহিদুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী থেকে পদোন্নতি পেয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী হিসাবে মাগুরাতে যোগদান করেন সুব্রত কুমার পাল এবং চাকরি থেকে অবসরে যাওয়া অফিস সহাঃ কাম কম্পিউটার অপারেটর সৌরভ হোসেন । এদিকে মেহেরপুরে নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান করায় গোলাম মোস্তাকিমকে বরণ করা হয়।

এ সময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঠিকাদার আরিফুল এনাম বকুল, সালেহউদ্দিন আহমেদ, আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস।

চুয়াডাঙ্গায় ১৭ জন করোনায় আক্রান্ত

চুয়াডাঙ্গা বাসি করোনায় মৃত্যু ও আক্রান্ত সংখ্যা ভয়াবহতা দেখলেও বর্তমানে কমেছে মৃত্যু ও আক্রান্ত সংখ্যা। চুয়াডাঙ্গায় শনিবার করোনা আক্রান্ত হয়েছেন আরও ১৭ জন।

চুয়াডাঙ্গায় মোট ২০৮ জন মৃত্যুবরণ করেছে এরমধ্যে চুয়াডাঙ্গায় করোনায় মারা গেছেন ১৮৮ জন এবং জেলার বাইরে ২০ জন। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ১৭ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।

এই নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৬ হাজার ৭৫৩ জনে। চুয়াডাঙ্গা স্বাস্থ্য বিভাগ শনিবার ৬৪ জনের নমুনা সংগ্রহ করেছে ।

এই নিয়ে জেলায় মোট নমুনা সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ২৬ হাজার ৫২২ জন।এ দিকে ৯৪ জনের এর নমুনা পরীক্ষা রিপোর্ট পাওয়া গেছে এই নিয়ে জেলায় মোট ২৭ হাজার ১০২ জনের নমুনা পরীক্ষা রিপোর্ট পাওয়া গেছে।

এ সময় ১৭ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এই নিয়ে জেলায় মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৬ হাজার ৭৫৩ জনে। নতুন করে ৬৮ জন করোনা রোগী সুস্থ হয়েছেন।

এ নিয়ে জেলায় মোট সুস্থ হয়েছেন ৬ হাজার ২৫৩ জন।বর্তমানে সক্রিয় রোগীর মধ্যে হাসপাতালে রয়েছেন ২১ জন আর বাড়িতে আছেন ২৭১ জন। নতুন যে ১৭ জন করোনা শনাক্ত হয়েছেন তার ভিতরে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ১১ জন আলমডাঙ্গা উপজেলার ৫ জন এবং জীবননগর উপজেলার ১ জন ।

চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. এ এস এম মারুফ হাসান আরো বলেন, চুয়াডাঙ্গায় এ পর্যন্ত ৮৭ জন স্বাস্থ্যকর্মী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন এর মধ্যে সকলেই সুস্থ হয়েছেন। গত এক সপ্তাহে চুয়াডাঙ্গা করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা শতকরা ৮.৮৯ শতাংশ।

দামুড়হুদায় নাবালিকা গৃহবধুর গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা

দামুড়হুদার হাতিভাঙ্গা গ্রামের স্কুল ছাত্রী নাবালিকা গৃহবধূ রিপ্তা খাতুন (১৫) বিয়ের প্রায় ৪ মাস পর গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। শনিবার আনুমানিক বেলা ১১টার দিকে সে তার শ্বশুর বাড়িতে নিজ বসতঘরে আত্মহত্যা করে।

পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রেজানা যায়, পারিবারিক কলহের জেরে স্কুল ছাত্রী নাবালিকা রিপ্তা খাতুন শনিবার সকালে তার বসতঘরে সিলিং

ফ্যানের রডের সাথে সকলের অগোচরে ওড়না পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস লাগায়। পরে স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে থানা পুলিশ কে খবর দেয়। নিহত গৃহবধু স্কুল ছাত্রী রিপ্তা খাতুন হাতিভাঙ্গা গ্রামের মাঝপাড়ার হাসিবুল হাসানের স্ত্রী। গত ৪ মাস আগে তাদের বিবাহ হয়। নিহত রিপ্তা একই গ্রামের রবিউল ইসলামের মেয়ে।

স্কুল ছাত্রী ও নাবালিকা গৃহবধূর আত্মহত্যা নিয়ে এলাকার বেশ কিছু মহলের মাঝে গুঞ্জন রয়েছে। নিহত রিপ্তার স্বামীর অপছন্দ ও বিয়েতে তার সম্মতি না থাকায় তাকে তার পরিবার বিবাহ দিয়েছেন। সে কারণেও স্কুল ছাত্রী রিপ্তা আত্মহত্যা করতে পারেন।

নিহতের মা জানিয়েছেন, তার মেয়ের মাথায় সমস্যা ছিলেন। এজন্য তাকে ওঝার কাছে চিকিৎসা দেওয়া হচ্চিল।

নিহতের স্বামী হাসিবুল হাসান জানান, সকালে আমার স্ত্রী আমাকে দুটি ডিম ও গ্যাসলাইট কিনে দিতে বললে আমি সেগুলো কিনে দিয়ে মাঠে চলে যায়। এর কিছুক্ষণ পর আমি খবর পাই সে ঘরের সিলিং ফ্যানের সাথে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল খালেক জানান, দামুড়হুদার হাতিভাঙ্গা গ্রামে গৃহবধু রিপ্তা খাতুনের আত্মহত্যার খবর পাই। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতের সুরতহাল রিপোট করে। নিহতের পরিবারের কাছ থেকে জানতে পারি সে এর আগের বেশ কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। তার মাথার সমস্যা ছিলো। কারো কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহ দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার কুন্দিপুরে জমজমাট জুয়ার আসর, হাবিল হারলেন লক্ষ টাকার গরু

চুয়াডাঙ্গার কুন্দিপুর গ্রামে প্রতিদিনই রাতে বসছে জমজমাট জুয়া ও মাদকের আসর। এসব আসরে অংশ নিয়ে নিঃস্ব হচ্ছে উঠতি বয়সি অনেক

যুবক। খেলায় হেরে সর্বশান্ত হওয়া পরিবারগুলোতে বিরাজ করছে নানা অশান্তি।

গ্রামসূত্রে জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন কুন্দিপুর গ্রামের বেলেমাঠ পাড়ায় সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত অবদি বসছে জমজমাট জুয়া ও নেশার আসর। এসব আসরে অংশগ্রহণ করে অনেকেই হচ্ছে সর্বশান্ত। তারি ধারাবাহিকতায় গত বৃহস্পতিবার গ্রামের মাঠে নেশার আড্ডায় বসে জুয়ার আসর।

এতে অংশ নেয় গ্রামের দিন মোহাম্মদের ছেলে জান মোহাম্মদ, হাছানের ছেলে রিপন, ঘড়ি আওলার ছেলে ইমরান হানিফের ছেলে হাবিল ও সেলিমের ছেলে আরিফুল ইসলাম। এ আসরে হাবিল ১ লাখ ২ হাজার টাকা জুয়াখেলে হেরে যায় জান মোহাম্মদের নিকট। জুয়ায় জিতে জান মোহাম্মদ ওই টাকার মধ্যে ৪৭ হাজার টাকা দিয়ে একটি গুরুর বাছুরও কিনেছে।

এছাড়াও গ্রামের কিতাবের ছেলে রাশেদুল, ছিদ্দিকের ছেলে আলামিন, মহব্বতের ছেলে জিলানি ও ভরতের ছেলে সুমন নিয়মিত নেশার আড্ডা বসিয়ে থাকেন বলে গ্রামবাসি অভিযোগ করে জানিয়েছেন। হার-জিতের এ আসরে অংশ নিয়ে অনেকেই সর্বশান্ত হয়েছে বলে জানাগেছে। ফেলে নেশা ও জুয়ার টাকা জোগার করতে গিয়ে পরিবারগুলোতে বিরাজ করছে নানা অশান্তি।

মহল্লাবাসি জানান, এসবের প্রতিবাদ করতে গেলে প্রতিবাদকারিদের প্রতি চড়াও হয় উশৃংখল এসব যুবকেরা। জুয়ার টাকায় গরু কেনার বিষয়টি অশিকার করেছেন জান মোহাম্মদ। তাই ভয়ে কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না। বিষয়টির প্রতি চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের আশু হস্থক্ষেপ কামনা করেছেন ভুক্তোভোগি মহল।

দর্শনা থানা পুলিশের পৃথক

অভিযানে ফেনসিডিল ও চোলাই মদসহ ৪ জন গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানা পুলিশ পৃথকভাবে অভিযান চালিয়ে ২৩ বোতল ফেনসিডিলসহ স্বামী স্তী এবং দুই লিটার চোলাই মদ সহ ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে।

পুলিশ জানায় শনিবার বিকাল ৩ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার ওসি মাহাব্বুর রহমান কাজলের নেতৃত্ব এস.আই সুমন্ত বিশ্বাস, এ.এস.আই আনোয়ারুল, এ.এস.আই সিদ্দিক, এ.এস.আই নাসরিন এবং সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে দর্শনা থানাধীন প্রতাপপুর (পশ্চিম পাড়া) গ্রামের আঃ মজিদ এর বসত বাড়ির সন্নিকটে পাকা রাস্তার উপর থেকে ২৩ বোতল ফেনসিডিল সহ মাদক ব্যাবসায়ী শাহিন (৪০) পিতা মোঃ শামসুল আলম, মোছাঃ এলিমি খাতুন(৩৫) পিতা মোঃ শাহিন উভয়ই চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার ঝাঝাডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা। এ ঘটনায় এস আই সুমন্ত বিশ্বাস বাদি হয়ে ১৯৭৪ সালের মাদক আইনে মামলা দায়ের করেন।

অপর দিকে দুপুর ১২ টার দিকে এস.আই নাসির উদ্দীন এবং সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে দর্শনা থানাধীন দর্শনা টু জীবননগর হাইওয়ে রোড আকন্দবাড়ীয়া গ্রামের কেরু’জ জৈব সার কারখানার মোর পাকা রাস্তার উপর থেকে দুই লিটার চোলাই মদ সহ আসামি স্বপন (২২) ঢাকালী পাড়া গ্রামের ওয়ার্ড নং ৩ এর পিতা বষ্টি দাসের ছেলে, ২/ মোঃ মিজানুর রহমান (২৭) ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জের পিতা মোঃ তাহের মন্ডলের ছেলে। পুলিশ জানায় আটককৃত আসামীদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ৪ জন করোনা আক্রান্ত! মৃত্যু-১

মেহেরপুরে নতুন করে ৪ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ১ জন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদরে ২ জন, মুজিবনগরে ২ জন।

শনিবার রাতে মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ৬৮ টি। তারমধ্যে ৪ জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৭৯ জন। তার মধ্যে সদরে ২৩ জন, গাংনীতে ৪৬ জন এবং মুজিবনগরে ১০ জন। এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ১৭৮ জন ।

মৃতদের মধ্যে সদরে ৮২ জন, গাংনী ৫৭ জন ও মুজিবনগরে ৩৯ জন।

আলমডাঙ্গায় সড়ক দূর্ঘটনায় নিহত-১ শিশুসহ আহত-৫

আলমডাঙ্গায় ইঞ্জিনচালিত অবৈধযান আলমসাধু ও ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক মুখোমুখি সংঘর্ষে এক বৃদ্ধা নিহত ও শিশুসহ পাঁচজন গুরুত্বর আহত হয়েছে। শনিবার দুপুর ১ টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলার নগরবোয়ালিয়া গ্রামের মাঠের মধ্যে এ দূর্ঘটনাটি ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গার ভালাইপুর বাজার হতে আলমসাধু যোগে ৬জন যাত্রী নিয়ে হাটবোয়ালিয়ায় যাচ্ছিলো। এ সময় নগরবোয়ালিা মাঠের মধ্যে পৌছালে আলমসাধু ও ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে মনোয়ারা খাতুন নামের ১ বৃদ্ধা নিহত হয়। আহত হয় শিশুসহ আরো ৫ জন।

নিহত মনোয়ারা খাতুন আলমডাঙ্গা উপজেলার গাংনী ইউনিয়নের নান্দবার গ্রামের মৃত ইয়ামিন আলীর স্ত্রী।আহতরা হলেন, একই উপজেলার ভাংবাড়িয়া গ্রামের নুরুল হকের স্ত্রী রুলিয়া খাতুন (৬০), একই গ্রামের ইসরাফিল আলীর স্ত্রী রেহানা খাতুন (৪০), ভোগাইলবগাদী গ্রামের আমিরুল ইসলামের স্ত্রী আফরোজা খাতুন (৫৫), বড় বোয়ালীয়া গ্রামের মোশারেফ হোসেনের ছেলে ইজিবাইক চালক বিল্লাল হোসেন (৫০), ও কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর থানার কেশবপুর গ্রামের জিনারুলের মেয়ে মাহমুদা খাতুন (৬)।

আহতদের মধ্যে দুজনের শারিরীক অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য কর্তব্যরত চিকিৎসক রাজশাহীতে রেফার্ড করেন।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গতকাল শনিবার দুপুরে আলমডাঙ্গা উপজেলার নগরবোয়ালীয়া গ্রামের মাঠের মধ্যে ইঞ্জিনচালিত অবৈধযান আলমসাধু ও ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ইজিবাইক চালকসহ ছয়জন যাত্রী হতাহতের ঘটনা ঘটে।

পরে স্থানীয়রা আহতদেরকে উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করলে এর কিছুক্ষন পর বৃদ্ধা মনোয়ারা খাতুনের মৃত্যু হয়।
আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. হাদী জিয়া উদ্দিন আহমেদ বলেন, মাথা ও বুকে প্রচন্ড আঘাত পাওয়ায় চিকিৎসধীন অবস্থায় মনোয়ারা খাতুন নামে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও রুলিয়া খাতুন ও শিশু মাহমুদা খাতুনের মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ায় তাদের অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে। বাকি তিনজনের অবস্থা শঙ্কামুক্ত।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলমগীর কবির ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, নগরবোয়ালিয়া মাঠের মধ্যে আলমসাধু ও ইজিবাইক সংঘর্ষে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও কয়েকজন আহত হয়েছে বলে শুনেছি। এ বিষয়ে এখনো অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

ঝিনাইদহে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির ভাইস চেয়ারম্যানকে সংবর্ধনা প্রদান

ঝিনাইদহে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির ভাইস চেয়ারম্যান নূর-উর-রহমানকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। শনিবার সকালে ঝিনাইদহ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যালয়ে এ সংবর্ধনা প্রদাণ করা হয়।

এ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সংবর্ধিত অতিথি নূর-উর-রহমান ছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ঝিনাইদহ ইউনিট এর সভাপতি কনক কান্তি দাস, সাধারণ সম্পাদক জে এম রশীদুল আলম, সহ-সভাপতি মাহমুদুল ইসলাম ফোটন, নির্বাহী সদস্য এনামুল হক এনাম, মোবাশ্বের হোসেন পল্টু, রোকনুজ্জামান প্রমুখ।

আলোচনা সভার শুরুতে নূর-উর-রহমানকে ঝিনাইদহ ইউনিট’র পক্ষ থেকে ফুল ও ক্রেস্ট নিয়ে সংবর্ধনা প্রদাণ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে খোলা জায়গায় ফেলা হচ্ছে ময়লা আবর্জনা

চুয়াডাঙ্গায় আধুনিক জেলা সদর হাসপাতাল এর নতুন ২৫০ শয্যাশায়ী ভবনের সামনে যেন পরিণত হয়েছে ময়লা আবর্জনার স্তুপে । প্রতিনিয়ত ফেলা হচ্ছে খাবারের উচ্ছিষ্ট, হাসপাতালের বর্জ্য, রক্তমাখা গজ-তুলাসহ পরিত্যক্ত জিনিসপত্র।

দীর্ঘদিন ধরে পরিষ্কার না করায় রীতিমতো ময়লার ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে চুয়াডাঙ্গায় এই আধুনিক জেলা সদর হাসপাতালের প্রধান ফটকের পার্শ্ববর্তী স্থান। রোগী ও দর্শনার্থীরা দুর্গন্ধে নাকাল হয়ে উঠলেও নীরব ভূমিকায় রয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ ও পৌর কর্তৃপক্ষ।

সরেজমিনে দেখা যায়, আগত রোগীর স্বজনদের পাশাপাশি হাসপাতালে কর্মরত স্টাফ ও আশপাশের দোকানদাররা ২৫০ শয্যাশায়ী ভবনের সামনে সারাদিনই পরিত্যক্ত জিনিসপত্র ফেলে যাচ্ছেন। চিকিৎসা নিতে এসে নাকে টিপে ধরতে হচ্ছে সাধারণ মানুষজনকে।
তীব্র দুর্গন্ধে বমি হওয়ার উপক্রম। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীর স্বজনদের মধ্যে।

স্থানীয় এক ব্যবসায়ি জানান, শুধু রোগীর স্বজন ও আশপাশের ব্যবসায়ীরাই নন, হাসপাতালে কর্মরতরাও এখানে এসে ময়লা-আবর্জনা

ফেলে যাচ্ছেন। অথচ পৌরসভা অথবা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে পরিষ্কার করার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। জেলার প্রধান স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের ভিতরে বেহাল অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে মন্তব্য করেন রোগীর স্বজনরা।

চুয়াডাঙ্গা জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা এক রোগীর স্বজন বলেন বাইরে থেকে ওষুধ খাবার নিতে এলে এখানে এসে নাক চেপে ধরতে হয় বারবার এই দুর্গন্ধের শিকার হতে হচ্ছে হাসপাতাল থেকে বের হয়ে এবং প্রবেশের সময় রীতি মতো বমি হওয়ার উপক্রম হয় এই ব্যাপারে স্থায়ী সমাধানের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

লোকজন হাসপাতালের সেবা নিতে এসে প্রবেশপথের দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নীরব ভূমিকায় থাকাটা অত্যন্ত দুঃখজনক। গত দেড় মাসের বেশি সময় ধরে এই ময়লা-আবর্জনার স্তূপ তৈরি হয়েছে চুয়াডাঙ্গা হাসপাতাল প্রাঙ্গণে। চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বিষয়টি নজরে আসলেও কোন প্রকার ব্যবস্থা আজও পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি।

চুয়াডাঙ্গা জেলা সদর হাসপাতালের সিভিল সার্জন ডা.এ এস এম মারুফ হাসান বলেন, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার পক্ষ থেকে প্রতিদিন এই জায়গাটি পরিষ্কার করার কথা থাকলেও তা করা হচ্ছে না লিখিতভাবে পৌরসভাকে জানানোর পরও কাজ না হওয়ায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

ঝিনাইদহে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ২৯১ তম আবির্ভাব দিবস উদযাপন

লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ২৯১ তম আবির্ভাব দিবস উপলক্ষ্যে শনিবার, সকাল ১১ টার দিকে ঝিনাইদহে সদর উপজেলা পুরাতন হাটখোলা কেন্দ্রীয় লোকনাথ মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় আবির্ভাব উৎসব। লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে সমাগম ঘটে হাজার হাজার ভক্ত। কোলাহলে মুখরিত হবে আশ্রম চত্বর

আশ্রম কমিটির সভাপতি, রনি সাহা, ও সাধারণ সম্পাদক, দেবু দত্ত

জানান, শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ১২৩তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে শনিবার আশ্রমে প্রভাত কীর্তন, গীতাপাঠ, বাল্যভোগ, জীবনবৃত্তান্ত পাঠ, রাজভোগ, প্রসাদ বিতরণ, আরতী কীর্তনসহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

তিনি জানান এছাড়াও বছরের প্রতিটি দিনই ভক্তরা নানা মনোবাসনা নিয়ে আশ্রমে ছুটে আসেন। ১২৯৭ বঙ্গাব্দের (১৮৯০ খ্রি.) ১৯ শে জ্যৈষ্ঠ ১৬০ বছরে মহাপ্রয়াণে যাবার আগে বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী সকলকে বলেন, “আমি নেই এ কথা তোমরা কখনো মনে করবে না। আমি ছিলাম, আমি আছি, আমি থাকবো।

শুধু সুখের সময় নয়, রণে-বনে, জলে-জঙ্গলে যখনই বিপদে পড়িবে আমাকে স্মরণ করিও আমিই রক্ষা করিব’- লোকনাথ ব্রহ্মচারীর এই বাণীই ভক্তদের কাছে অভয়মন্ত্র আজও।